যুগান্তর

তারিখ .... ৪ SEP 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৩ ...

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০০৯

International Literacy Day 2009

০৮ সেপ্টেম্বর ২০০৯

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

Ministry of Primary and Mass Education

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস ২০০৯, বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

প্রতিপাদ্য বিষয় ঃ সাক্ষরতা ও ক্ষমতায়ন

পটভূমি

"যে জাতি যত শিক্ষিত, সে জাতি তত ক্ষমতাবান ও উন্নত" মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ বক্তব্যের সমর্থনে অনেক প্রমাণ রয়েছে। এ জন্য ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ তথা জাতির সামগ্রিক উন্নয়নে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই- এ উপলব্ধি থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে 'সবার জন্য শিক্ষা'র উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর শেখার এ প্রক্রিয়ায় 'সাক্ষরতা' হচ্ছে প্রথম স্তর, অন্ধকার থেকে বের হবার সিংহদ্বার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সারা পৃথিবীতেই অনেকটা প্রতিযোগিতামূলকভাবেই সাক্ষরতার হার উন্নীতকরণের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে পৃথিবীর সব দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৮-১৯ তারিখ পর্যন্ত ইউনেস্কো-এর উদ্যোগে ইরানের তেহরানে ১২ দিন ব্যাপী বিশ্ব সাক্ষরতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পৃথিবীর ৮০টি দেশের শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলন থেকেই প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শিক্ষা বিস্তারের মহান ব্রত নিয়ে এক বছরের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং পরবর্তী বছরে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করাই এ দিবস পালনের উদ্দেশ্য। বিশ্বজুড়ে প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালিত হয় ১৯৬৭ সালে। ইউনেস্কো (প্যারিস) প্রথম সাক্ষরতা বর্ষ থেকে সাক্ষরতাবিস্তারে উলেখযোগ্য অবদানের জন্য আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পুরস্কার দিয়ে আসছে। উল্লেখ্য, সাক্ষরতা কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখায় বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে 'ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার' লাভ করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপিত হয় ১৯৭২ সালে। পরের বছর এ দিবসের প্রধান অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ঠাকুরগাঁয়ে। উল্লেখ্য, এ দিনে ঠাকুরগাঁ-এর কচুবাড়ী-কৃষ্টপুর গ্রামকে বাংলাদেশের প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রী এ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সরকার সাক্ষরতা বিস্তারের ক্ষেত্রে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি প্রতিবছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করে আসছে।

বাংলাদেশে সাক্ষরতা কর্মসূচি

বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৫৩%। নিরক্ষরতা এদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান অন্তরায়। এজন্য দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সর্বাগ্রে প্রয়োজন দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের শিক্ষার সুযোগ একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই সরকার শিক্ষাবিস্তারে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। ১৯৭৩ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেন। ১৯৭৪ সালে সরকার প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়ন করে এবং এ বছরেই প্রকাশিত কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে গণশিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

৯০-এর দশকের শুরু থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক সাড়া জাগে। ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে এবং ২০০০ সালে সেনেগালের ডাকারে অনুষ্ঠিত "সবার জন্য শিক্ষা" শীর্ষক সম্মেলনের ঘোষণায় বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিতকরণ তথা দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ১৯৯০ সাল থেকে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-১ এ নিম্নবর্ণিত ৪টি লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ সালের মধ্যে অর্জনের জন্য নির্ধারণ করা হয়ঃ

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার শতকরা ৯৫ ভাগে উন্নীতকরণ, (২) ছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ৯৪ ভাগে উন্নীতকরণ, (৩) প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে ঝরে পড়ার হার শতকরা ৩০ ভাগে নামিয়ে আনা, ও (৪) বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৬২ ভাগে উন্নীতকরণ।

এ লক্ষ্যসমূহ কার্যকর করার স্বার্থে ৯০-এর দশকে দেশে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাশ করা হয়। এ সময়ে সরকার দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের লক্ষ্যে "সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)" নামক একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৯১ সালে দেশে সাক্ষরতার হার ছিল মাত্র ৩৫.৩% । ইনফেপ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ২৪.৬৯ লক্ষ নিরক্ষরকে সাক্ষরতা প্রদান করা হয় এবং এ সময়ে লালমনিরহাট ও চুয়াডাঙ্গা জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সাফল্যজনক অবদান রাখায় ইনফেপকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে রূপান্তর করা হয়। এ অধিদপ্তর কর্তৃক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প -১, ২, ৩ ও ৪ নামক চারটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। এ চারটি প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৫৫ হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়। এসব প্রকল্পের আওতায় মাগুরা, জয়পুরহাট, গাজীপুর, রাজশাহী ও সিরাজগঞ্জ জেলাকে নিরক্ষরমুক্ত করা হয়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি

'সবার জন্য শিক্ষা'র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, উপনুষ্ঠানিক শিক্ষা সাব-সেক্টর তৈরী এবং শিক্ষাকে জাতীয় উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতামূলক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে চাহিদাভিত্তিক, অর্জন-উপযোগী ও বাস্তবমুখী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সরকার ২০০৬ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো

সরকারের জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২ (২০০৩-২০১৫), দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র-২ এবং উপানুষ্ঠানিক শিক্ষানীতি কাঠামোতে 'সবার জন্য শিক্ষা'র আন্তর্জাতিক ও জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্য অর্জনে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ ঃ

১) মানব উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২

ক) কর্ম এলাকা ঃ ২৯টি জেলার ২১০ টি উপজেলা, (খ) লক্ষ্য দল ঃ ১১-৪৫ বছর বয়সী ১৬.০০ লক্ষ নব্যসাক্ষর,

গ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ (১)সাক্ষরতা উত্তর শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ১৬.০০ লক্ষ নব্যসাক্ষরের সাক্ষরতা দক্ষতা সুসংহত, শাণিত ও পরিবর্ধন করা, (২) অব্যাহত শিক্ষার আওতায় আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের উপর দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কর্মক্ষম ও আত্মনির্ভরশীল নাগরিকে পরিণত করা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো, ও (৩) সমাজে শিক্ষার প্রচলন ঘটানো।